১০ টাকার ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

নোটের সম্মুখভাগ

নোটের পশ্চাৎভাগ

০১। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটটির আকার ১২৩×৬০ মিঃমিঃ;

০২। নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত;

০৩। নোটটিতে নিম্নোক্ত জলছাপ বিদ্যমানঃ

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি;
- অতি উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত নোটের মূল্যমান `10' এর ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ;
- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে প্রদর্শিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম যা প্রতিকৃতির তুলনায় উজ্জ্বল ।

০৪। নোটের বামদিকে বিদ্যমান ২ মিঃমিঃ চওড়া নিরাপত্তা সুতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং '১০ টাকা' একাধিকবার প্রদর্শিত আছে। নোটটি চিত করে ধরলে নিরাপত্তা সুতায় মনোগ্রামসহ নোটের মূল্যমান দেখা যাবে এবং কাত করে ধরলে তা কালো দেখা যাবে;

০৫। অন্ধদের বোঝার সুবিধার্থে নোটের ডানদিকে উপরের কোনায় ১টি ছোট বর্গাকৃতির ছাপ রয়েছে যা হাতের স্পর্শে অসমতল বা খসখসে অনুভূত হবে;

০৬। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির বামপাশে সরু সরলরেখাটিতে 'BANGLADESH BANK' লেখাটি একাধিকবার মুদ্রিত আছে যা আতশি কাচের সহায়তায় দেখা যাবে;

০৭। নোটের বামপাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং মাঝখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হালকা রঙে মুদ্রিত;

০৮। নোটের নিম্নোক্ত অংশে হাতের স্পর্শে অসমতল/ খসখসে অনুভূত হবেঃ

- বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা বাংলাদেশ ব্যাংক;
- মধ্যভাগের লেখা;
- নোটের মূল্যমান ।

০৯। নোটের পশ্চাৎভাগে জাতীয় মসজিদের ছবি মুদ্রিত।